[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

যুবদলের সাবেক সাধারন সম্পাদক হারুন অর রশিদ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি ইস্রাফিল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা জাসসের সভাপতি জুলফিকার খান হেলাল, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম সাবু,মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব আজিজুর রহমান (আফিরুল)।

এ সময় আনন্দবাস ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির বিপুল সংখ্যাক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের বারাদীতে প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়ে ষড়যন্ত্র, ইউনিয়ন বিএনপি প্রতিবাদ সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান গত ৫ই আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংগ্রামের পর থেকে পলাতক। পরবর্তীতে সরকারিভাবে চেয়ারম্যানকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এরপর থেকে প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে পরিষদের দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান থাকলেও স্থানীয়ভাবে ইউনিয়নবাসী বিভিন্ন রকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং ভোগান্তির শিকার হচ্ছে দিনের পর দিন। এ নিয়ে প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সমাবেশ করেছে ইউনিয়ন বিএনপি ও জনসাধারণ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বারাদী ইউপি কার্যালয় প্রাঙ্গণে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন বিএনপির প্রবীণ নেতা আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা ছিলেন সদর থানা যুবদলের সভাপতি লিয়াকত আলী মেম্বার।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন নিয়ে বিএনপি’র একটি কুচক্রী মহল ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল ও আত্মসিদ্ধির জন্য আওয়ামীলীগ সমর্থিত ৪ নং ওয়ার্ড সদস্যকে প্যানেল চেয়ারম্যান বানানোর পাঁয়তারা করছে। সারাদেশের আপমর জনতা যখন আওয়ামী দুঃশাসনে নির্যাতিত নিপীড়ত হয়ে রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামের

মাধ্যমে শেখ হাসিনা সহ তার দোসরদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে সেখানে বিএনপি’র কতিপয় দালাল আওয়ামী লীগের মেম্বারকে সমর্থন দিয়ে পুরো জাতির সঙ্গে বেইমানি করছে। আমরা তা হতে দেব না, আমরা শক্ত হাতে তা প্রতিহত করব। বারাদী ইউনিয়ন পরিষদ আওয়ামীলীগ সমর্থিত মেম্বার পরিচালনা করবে এটা আমাদের জন্য লজ্জাজনক। ইউনিয়ন বাসীর প্রাণের দাবী বারাদী ইউনিয়নের একমাত্র বিএনপি সমর্থিত মেম্বার কামরুজ্জামান মুকুলকে আমরা প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চাই।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সাবেক ইউপি সদস্য আশরাফুজ্জামান আলিহিম মেম্বার, ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, যুবদল নেতা শফি আহমেদ শফি, ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি লাল মহাম্মদ, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহ-সভাপতি সোহানুর রহমান যুবদল নেতা আসলাম আলী বিএনপি নেতা আইয়ুব আলী।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর কবির জয়নাল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপি’র বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃৃন্দরাও ।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের প্রস্তুতি সভা

আগামী ২২ শে নভেম্বর জেলা কৃষকদলের বর্ধিত সভা উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২০ নভেম্বর) বিকালে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি মোতালেব হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোখলেচুর রহমান মুকুল।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আরমান আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি রমজান আলী মেম্বার, সহ-সভাপতি সাব্দার আলী, সাধারন সম্পাদক কুন্নুত আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আশা, দারিয়াপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি রিপন আলী, সাধারন সম্পাদক হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা ও ইউনিয়ন কৃষকদলের সকল নেতাকর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের ৬২ নেতাকর্মী মিথ্যা মামলায় খালাস

২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির ৬২ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশের দায়ের করা নাশকতা মামলার ৬২ জন আসামি বেখসুর খালাস পেয়েছেন।

আজ সোমবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মামলার সকল আসামি আদালতে হাজির হয়ে মিথ্যা মামলা থেকে খালাসের আবেদন করলে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা জজ মো: নূহ নবী তাদেও বেখসুর খালাসের রায় দেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী পৌর যুবদলরে সভাপতি সাইদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক গাংনী টেকনিকেল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতা ও সাবেক ইউপি মেম্বর হাবিবুর রহমান হাবিব, ধানখোলা ইফুরংর যুবদলের সম্পাদক আলামিন হোসেন, কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের নেতা জহুরুল ইসলাম, শরীফুল ইসলামসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের ৬২ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে তৎকালিন গাংনী থানা পুলিশ সরকার বিরোধী নাশকতার অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং এসটিসি ৩৫,৩৬/২০১৮ ইং।

২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ডেমি নির্বাচনের পূর্বে গাংনী উপজেলার

কল্যাণপুর গ্রামে বিএনপি নেতা কর্মীরা নাশকতা ঘটানোর উদ্যেশ্যে জড়ো হয়ে সরকার বিরোধী গোপন বৈঠক করছে এমন কাল্পনিক অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলাটি দেই গাংনী থানা পুলিশ।

মামলাটি দীর্ঘদিন চলার পরে আজ সোমবার দুপুরে নির্ধারিত দিনে মামলার সকল আসামি বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী আদালতে উপস্থিত হলে বিচারক সব আসামিকে বেকসুর খালাস দেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে পুলিশ বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মীর নামে গত ১৭ বছরে অসংখ্য মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। এসব মামলায় আসামি করা হয়েছিলে কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে। স্বৈরাচার সরকারের আমলে এসব মামলায় বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠায় পুলিশ। বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের শত শত নেতাকর্মীকে রিমান্ডের নামে করা হয়েছে অমানবিক নির্যাতন।

তিনি বলেন, পুলিশের দায়ের করা বাকী মিথ্যা মামলাগুলো থেকেও দ্রত খালাস পাবেন এ প্রত্যাশা বিএনপি নেতাদের।

কুষ্টিয়ায় পদ বঞ্চিত বিএনপি নেতাদের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির নবগঠিত আহবায়ক কমিটি বাতিল, ত্যাগী বঞ্চিত ও পরীক্ষিত নেতা-কর্মীদের সমন্বয়ে নতুন কমিটি গঠনের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন পদবঞ্চিতরা।

আজ রবিবার সকালে শহরের প্রধান সড়ক এনএস রোডের দুই পাশে অবস্থান নিয়ে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা। পরে পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে সমাবেশ করেন নেতাকর্মীরা।

এসময় নেতাকর্মীরা বিএনপির নবগঠিত আহবায়ক কমিটিকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে স্লোগান দেন।

মানববন্ধন পরবর্তী সমাবেশে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শামীম উল হাসান অপু বলেন, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির নবগঠিত কমিটি বাতিল চেয়ে হাজার হাজার নেতাকর্মী আজকে আমাদের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। তারা ইতোমধ্যেই স্লোগান তুলেছেন, কুতুবউদ্দিন আহমেদ-জাকির হোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন মামা-ভাগনে পকেট কমিটি মানি না, মানবো না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই কমিটি বাতিল করে, ত্যাগী বঞ্চিত, পরীক্ষিত নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন সংগ্রাম চলবে। দু-একদিনের মধ্যেই নতুন কর্মসূচি দেওয়া হবে।

মানববন্ধনে এনএস রোডের দুই ধার দিয়ে হাজারো নেতাকর্মী ব্যানার নিয়ে অবস্থান নেন। এ সময় অনেকের হাতেই ছিল নতুন কমিটি বাতিলের দাবি সম্বলিত লিফলেট।

কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজল মাজমাদার বলেন, কেন্দ্র দুইজনের কমিটি দিয়েছে, পরে সেই দুইজন যে ৩১ সদস্যের কমিটি দিয়েছে সেটা অবৈধ কমিটি, এই কমিটিতে ত্যাগীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির নবগঠিত কমিটিতে বিতর্কিত অনেককেই স্থান পেয়েছেন বলে দাবি করেন বঞ্চিত এই নেতা।

তিনি বলেন, কমিটিতে যুগ্ম আহ্বায়ক যাদের করা হয়েছে, তাদের খোঁজখবর নেন। তাদের প্রত্যেকেরই কিছু নেগেটিভ বিষয় রয়েছে।

পরে পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা থানা মোড় থেকে একটি মিছিল নিয়ে এনএস রোড দিয়ে বড়বাজার যান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বাচ্চু, কুষ্টিয়া যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি মেজবাউর রহমান পিন্টু ও জেলা কৃষক দলের সাবেক আহ্বায়ক এসএম গোলাম কবির প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা শহীদ জিয়া

স্মৃতি সংসদ কমিটির অনুমোদন

আলিফ আরাফাত খানকে সভাপতি ও নাজমুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ কমিটির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক মো: আনোয়ার হোসেন মন্ডল ও যুগ্ম আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন এই কমিটিকে অনিমোদন দেন।

শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ মেহেরপুর জেলা কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মনির আহমেদ নাহিদ, সহ-সভাপতি টিক্কা খান, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াসিম উদ্দিন ঝন্টু, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়জুর রহমান জুয়েল।

এদিকে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ কমিটির নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ ও পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গির বিশ্বাস।

ছাত্র-জনতাকে হত্যার দায়ে খুনি হাসিনার ফাঁসি কার্যকর করতে হবে–আসাদুজ্জামান বাবলু

জতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির একাংশের উদ্যোগে বিরাট শোভাযাত্রা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৩ নভেম্বর) বিকালে হাইস্কুল ফুটবল মাঠে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির একাংশের উদ্যোগে এই সমাবেশ ও প্রধান সড়কে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির

সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান মাহবুব।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী পৌর বিএনপির ২নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকু, গাংনী উপজেলা জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সভাপতি ও ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি এনামুল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক নেতা শাজাহান সেলিম, আশাদুল হক আশা, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিবুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেছেন, ৫ আগষ্টের আগে এদেশের হাজার হাজার দামাল সন্তান বুকের তাঁজা রক্ত দিয়ে এই দেশকে নতুন করে স্বাধীন করেছে। স্বৈরাচারী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হাসিনার নির্দেশে এসব দামাল ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। এসব ছাত্র-জনতাকে হত্যার দায়ে খুনি হাসিনার ফাঁসি কার্যকর করতে হবে।

তিনি বলেন, ৫ আগষ্টের পরে প্রশাসনের সকল দফতরে কাজের ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রশাসনকে তাঁদের সেই ধীর গতিকে সচল করতে হবে। কাজের গতি সচল না করে যারা দেশকে অচল করার চেষ্টা করবেন, তাঁদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে।

বাবলু আরও বলেন, গাংনী উপজেলার আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের হাতে এখনো লাইসেন্সবিহীন অজস্র অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। অনতিবিলম্বে এসব অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও তাদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনকে উদ্যোগে নিতে হবে। নাহলে বাড়তে থাকবে সন্ত্রাসী কার্যক্রম।

তিনি বলেন, স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ প্রশাসন বিগত ১৭ বছরে আমার বিরুদ্ধে ১৮ টি মিথ্যা মামলা দিয়েছে। মিথ্যা মামলায় আমাকে বারবার কারা বরণ করতে হয়েছে। রিমান্ড নিয়েছে আমাকেসহ বিএনপি, ছাত্রদল ও যুবদলের হাজার হাজার নেতাকর্মীদের। আমি আপনাদের পাশে ছিলাম, আগামীতেও পাশে থাকবো।

আসুদুজ্জামান বাবলু আরও বলেন, সম্প্রতি দেখলাম, কেউ নিজেকে জনতার এমপি, কেউ জেলা বিএনপির সভাপতি হয়ে গেছি পরিচয় দিচ্ছেন। আমি জেলা বিএনপির সভাপতি বা সম্পাদক হয়নি। আপনারা আমাকে ভালোবেসে আজ আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন।

তিনি বলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, তার ভাই অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের ১৭ বছর লড়াই সংগ্রাম করেছে। যা সারা বাংলাদেশে নজীন স্থাপন করেছে। মাসুদ অরুন ও জেলা বিএনপি সারা বাংলাদেশের বিএনপির আইকন। অথচ, তাঁদের বিরুদ্ধে একটি কুচক্রি মহল কুৎসা রটনা করছে। মেহেরপুরের মানুষ তাঁদের সেই কুৎসা রটনার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে।

দিবসটি উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে একটি বিরাট শোভাযাত্রা ফুটবল মাঠ থেকে শুরু হয়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে হাসপাতাল বাজার এলাকা ঘুরে বড় বাজার শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল ও সমাবেশে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল, শ্রমীকদলসহ অঙ্গ দলের হাজার হাজার কর্মী সমর্থক জাতীয় পতাকা, ব্যানার, ফেস্টুন, প্লেকাড ও ধানের শীষ হাতে খন্ড খন্ড মিছিল সহকারে এসে গাংনী হাইস্কুল মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। সমাবেশে এলাকার কয়েক হাজার নারী অংশ নেন।

অভিশাপের কারনে হাসিনা সহ তার এমপি মন্ত্রীরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে… সাবেক এমপি আমজাদ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেছেন ৭৪ সালে দূর্ভিক্ষের সময় কুকুরের সাথে মানুষ খাবার নিয়ে টানাটানি করেছে। খাবারের অভাবে মানুষ ডাষ্টবিনের খাবার খেয়েছে। শেখ মুজিবের সময় সেটি হয়েছে।

আজ রবিবার বিকালে গাংনী বাজার বাসষ্ট্যান্ডে ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে র্যালি শেষে সংক্ষিপ্ত সভায় তিনি একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন,শেখ হাসিনার শাসন আমলে গুম খুন ধর্ষন লুটপাট হুলিয়া থেকে শুরু করে সব অপকর্ম হয়েছে। এসব অপকর্ম আর অভিশাপের কারনে হাসিনা সহ তার এমপি মন্ত্রীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, ৭ নভেম্বরকে মনেপ্রাণে ধারণা করতে হবে। স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়াকে এ দেশের মানুষ ভালোবাসে বলেই সিপাহি-জনতা বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে ক্ষমতায় বসিয়েছিল দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও দেশের কল্যাণ-অগ্রগতির জন্য।

এর আগে গাংনী ফুটবল মাঠ থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিণ্ন সড়ক ঘুরে বাসষ্ট্যান্ড চত্তরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য’র মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুর রউফ মাষ্টার।

প্রধান অতিথী হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক ও সাবেক এমপি মো: আমজাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মাষ্টার। অনুষ্ঠান সঞ্চালণা করেন বিএনপি নেতা মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু। এসময় উপজেলা বিভিন্ন গ্রামের হাজার হাজার নেতাকর্মীরা র্যালি ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় যোগদেন।

ঝিনাইদহে জুলাই বিপ্লবে নিহত দুই পরিবারের পাশে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’র প্রধান পৃষ্ঠপোষক তারেক রহমানের নির্দেশনায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ঝিনাইদহে শহীদ প্রকৌশলী রাকিব ও শহীদ সাব্বিরের পরিবারকে সহানুভুতি ও দুই পরিবারকে আর্থিক সহায়তা

প্রদান করা হয়।

আজ রোববার দুপুরে ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলার বাসুদেবপুর গ্রামে আমরা বিএনপি পরিবারের আহবায়ক ও দলের কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন তারেক রহমানের পক্ষে এই আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

এ সময় এক অনুষ্ঠানে আমরা বিএনপি পরিবারের উপদেষ্টা এম রাশিদুজ্জামান মিল্লাত, বিএনপির কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক বুয়েট ছাত্র নেতা প্রকৌশলী হাসনাইন মনজুর ইমন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, আমরা বিএনপির পরিবার’র সদস্য শাহাদাত হোসেন, মোস্তাফিজ বিল্লাহ, ফরহাদ আলী, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুল বাশার, যুগ্ম সম্পাদক হাসনাইন নাহিয়ান সজিব, ঢাকা কলেজ ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল মেসবাহ, ঝিনাইদহ বিএনপির মুন্সি কামাল আজাদ পাননু, আব্দুল মজিদ বিশ^◌াস, সাজেদুর রহমান পাপপু, শৈলকুপা বিএনপির হুমায়ন বাবর ফিরোজ ও হরিণাকুন্ডু বিএনপির জিন্নাতুল হক প্রমুখ উপিস্থত ছেলেন।

আমরা বিএনপি পরিবার’র আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন শহীদ প্রকৌশলী রাকিব ও শহীদ সাব্বিরের পরিবারকে শান্তনা ও সহানুভুতি জানিয়ে বলেন, আমরা আপনাদের সন্তানদের ফিরিয়ে দিতে পারবো না। কিন্তু তারা দেশের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বলেন দ্বিতীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্র তৈরী করেছিল বিএনপি। তারই ধারাবাহিকতায় চব্বিশ সালের আগষ্ট-জুলাই বিপ্লব ঘটেছিল।

তিনি বলেন, বর্তমানে যারা দেশ পরিচালনা করছেন, তারা শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত দ্বিতীয় স্বাধীনতার বদৌলতে দেশ সংস্কারে এগিয়ে নিচ্ছেন। বর্তমান সরকারের প্রতি আহকবান জানিয়ে রুমন রহমান বলেন, যারা পুলিশের গুলিতে শহীদ বা আহত হয়েছেন তাদের সবার অর্থিক সহায়তা দরকার নেই। বরং যে পরিবার তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তিটি হারিয়ে আজ অসহায় তাদের সহায়তা করুন, সেই পরিবারের সদস্যদের চাকরী দেন। তিনি বলেন, বিএনপির সুদিন আসলে শহীদ রাকিব ও শহীদ সাব্বিরের নামে বিভিন্ন সড়ক ও সরকারী বেসরকারী স্কুল বা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করে তাদের আত্মত্যাগকে স্বীকার করা হবে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এসব শহীদ পরিবারের পাশে আছে এবং সব সময় থাকবেন।

অনুষ্ঠান শেষে দুই শহীদ পরিবারের পিতামাতার কাছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বিশেষ অর্থিক অনুদান পৌছে দেন এবং শহীদ রাকিবের কবর জিয়ারত করেন।

গাংনীতে বিএনপির লাঠি মিছিল ও সমাবেশ

ঢাকার জিরো পয়েন্টে শহীদ নূর হোসেন চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি করার ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগ। দলটির ফেসবুক পেজে প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

পতিত স্বৈরাচারী সরকারের এই ঘোষণার পর ফুঁসে উঠছে গাংনীর বিএনপি।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সাহারবাটি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে আজ রোববার সকালে উপজেলা শহরে লাঠিশোঠা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

সকাল সাড়ে ৬ টার সময় গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে বড়বাজার এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

পরে শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, গাংনী উপজেলা ওলামা দলের সভাপতি ও ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ইনামুল হক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকু, ১ নং বাঁশবাড়িয়া ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুল গনি প্রমুখ।

আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, পতিত স্বৈরাচার সরকারের সন্ত্রাসীরা